ড. মো: শহিদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

কৃষি বিজ্ঞানী ড. মো: শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিটে (বিএআরআই) পরিচালক (গবেষণা) থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত আদেশ বলে ৩০শে ডিসেম্বর ২০০১ খ্রি: তারিখে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন।

পরিচালক (গবেষণা) পদে থাকা অবস্থায় এপ্রিল ১৯৯৮ খ্রি: থেকে মে ২০০১ খ্রি: কৃষি মন্ত্রণালয় তাকে প্রেষণে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে সদস্য-পরিচালক(মৃত্তিকা) পদে নিয়ে যায়। পরিচালক (গবেষণা) পদে পদোন্নতি পাওয়ার পূর্বে তিনি পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) এবং পরিচালক (কন্দাল ফসল) পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরিচালক পদে পদায়নের পূর্বে উনি অত্র ইনস্টিটিটে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে ১লা জুলাই ১৯৭৮ খ্রি: হতে ডিসেম্বর ১৯৮৫ খ্রি: পর্যন্ত প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং জানুয়ারি ১৯৮৫ খ্রি: হতে আগষ্ট ১৯৯৪ খ্রি: মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বিএআরআইতে যোগদানের পূর্বে ড. ইসলাম ডিসেম্বর ১৯৭০ খ্রি: হতে পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমানে বাংলাদেশ) কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে প্রথমে প্রভাষক এবং পরবর্তীতে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এরও পুর্বে অক্টোবর ১৯৬৯ খ্রি: হতে একবৎসর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরশনে মহকুমা ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. ইসলামের শিক্ষা জীবন অতি গৌরবের। উনি প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগ/শ্রেণীতে উত্তীর্ন হয়েছেন। উনি ১৯৬১ খ্রি: ম্যট্রিকিশেন পাশ করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রথমে বেসিক সাইন্স, পরে বিএসসি(এজি) এবং ১৯৬৮ খ্রি:তে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে এমএসসি(এজি) পাশ করেন। ১৯৭৩ খ্রি:তে কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে যুক্ত রাজ্যের এবারডীন বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ খ্রি:এ মৃত্তিকা বিজ্ঞানে কৃতিত্বের সহিত পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পিএইচডি ডিগ্রি অজর্নের পর উনি প্রথমে এবারডীন বিশ্ব বিদ্যালয় এবং পরে অক্টোবর ১৯৭৭ খ্রি: পর্যন্ত বেলজিয়ামের ঘেন্ট বিশ্ব বিদ্যালয়ে পোষ্ট-ডকটরাল বা উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন।

বর্ণিল কর্ম জীবনে ড. ইসলাম কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশেষকরে মৃত্তিকা এবং সার ব্যবস্থাপনায় অনেক অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশ সরকার ও ইউএস এইডের সহযোগিতায় উপমহাদেশের এ অঞ্চলে বিএআরআইতে একটি আধুনিক মৃত্তিকা গবেষণাগার গড়ে তোলেন যা এখনও সচল। মৃত্তিকা গবেষণায় আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে উন্নতর গবেষণার নতুন দুয়ার তিনি উন্মোচিত করেছেন। পরিচালক (গবেষণা) হিসাবে গবেষণা কার্যক্রমের আধুনিক করণ ও কৃষকের প্রয়োজন ভিত্তিক গবেষণা হাতে নেওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদেরকে উদ্ভুদ্ব করেছেন। বিএআরসিতে থাকা অবস্থায় কৃষি মন্ত্রনালয়ের সার বিষয়ে সকল বিধিমালা প্রনয়ণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। মহাপরিচালক থাকা অবস্থায় গবেষণা প্রশাসনের অনেক সংস্কার করেছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে কৃষি শিক্ষা আধুনিকরণে অনেক পরামর্শ প্রদান করেছেন।

ড. ইসলাম অনেক পেশাভিত্তিক সংগঠনের সদস্য। ব্যক্তি জীবনে ২(দুই) সন্তানের জনক। উনার স্ত্রী ড. তাজমেরি এস এ ইসলাম ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের রসায়ণ বিভাগের একজন অধ্যাপক।